বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক
প্রথম জাতীয় সম্মেলন- ২০০৭-এর ঘোষণা

আমরা, নারী নেত্রীরা প্রথম জাতীয় কনভেনশন উপলক্ষে ৬ এপ্রিল ২০০৭-এ ঢাকায় সমবেত হয়ে ক্ষুধামুক্ত ত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার লক্ষ্যে আগামী ২০০৭ সালের জন্য আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধা অবসানের লক্ষ্যে চলমান গণজাগরনকে তরান্বিত করা। আমাদের প্রত্যাশা - দেশের জন্যে একটি নতুন ভবিষ্যত গড়ে তোলা, যেখানে নারী-পুরষের সমতা নিশ্চিত হবে এবং এ লক্ষ্য অর্জনে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে-আমাদের, বিশেষ করে নারীদের সুপ্ত সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং তাদেরকে সেই লক্ষ্যে সংগঠিত করে আমাদের প্রত্যাশিত ভবিষ্যত অর্জন করা সম্ভব। আর এ উপলব্ধির ভিত্তিতে আমরা এই মুহূর্তেই একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

আমরা অঙ্গীকার করতে চাই যে, আমরা

১। '.....' এর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের মাঝে এবং অন্যদেরকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে সকলের সৃজনশীলতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাবো, যাতে এ প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিতে সকলই সক্ষম হয়ে ওঠে।

২। তৃণমূল নারীর নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের সার্বিক জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে নিজ এলাকায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নির্মূল এবং জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে গড়ে উঠতে সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করব।

৩। আমাদের সমন্বিত শক্তিকে সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রত্যেকেই কমপক্ষে একটি করে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তুলব, এই সকল সংগঠন গড়ে উঠবে আমাদের 'পূর্ণ মালিকানা ও নেতৃত্বে'। এর মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা সংগঠিতভাবে আয়বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ গ্রহণে যাতে সক্ষম হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

৪। সমাজে কন্যাশিশু ও ঝড়ে পড়া ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলব। এই আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে আমরা একক ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করব।

এই কনভেনশনে আমরা আমাদের ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে পুনরায় ব্যক্ত করছি। আমরা প্রতিশ্র"তি ঘোষণা করছি যে, আমাদের এ প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দিতে কোন বাধাকেই আমরা বাধা মনে করব না।